রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৬, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর-৪০০-আইন/২০২৫।—সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে ‘জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসির আদালতসমূহ (সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮’এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ২ এর—

(ক) দফা (ছ) এ উল্লিখিত ‘সরাসরি বা’ শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

“(ছছ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ‘বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ’ অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;”;

মূল্য : টাকা ৮.০০

(২) বিধি ৪ এর—

(ক) উপবিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপবিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই বিধিমালা কিংবা অন্য কোনো বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, কোনো নির্দিষ্ট পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা হইতে উক্ত পদে নিয়োগদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরাসরি নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ-

(অ) কোনো প্রার্থীর দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বিষয় বিবেচনা করিবে;

(আ) কোটা-সংক্রান্ত প্রচলিত বিধিবিধান প্রতিপালন করিবে।";

(খ) উপবিধি (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপবিধি (১ক), (১খ) ও (১গ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(১ক) বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ সরাসরি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (এমসিকিউ) অথবা প্রাক-বাছাই পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে তথ্য ও নির্দেশনা প্রকাশ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে সময় সময়ে উক্ত তথ্য ও নির্দেশনা সংশোধন করিতে পারিবে।

(১খ) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার কোনো বিধানের অস্পষ্টতা বা দ্ব্যার্থবোধকতা নিরসনের জন্য কিংবা অসম্পূর্ণতা পরিপূরণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

(১গ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সময় সময় তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত শূন্যপদের তালিকা বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিবে এবং বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে।";

(গ) উপবিধি (২) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী বা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন অথবা তাহার অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব থাকে;";

(ঘ) উপবিধি (৪) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত 'বাছাই কমিটি' শব্দগুলির পরিবর্তে 'বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩) বিধি ৫ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত 'তফসিলের' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রথম তফসিলের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪) বিধি ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯। **সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) বিধিমালার এই সংশোধনী কার্যকর হইবার তারিখে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধীন চলমান কোনো সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন না হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সকল প্রার্থীর আবেদনসমূহ, তদ্সংযুক্ত কাগজাদি (যদি থাকে) ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিধিমালার এই সংশোধনী কার্যকর হইবার ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিবে।

(২) বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ উপবিধি (১) এ বর্ণিত আবেদন, তদ্সংযুক্ত কাগজাদি (যদি থাকে) ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির পর তদ্ভিত্তিতে বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিবে এবং এই ক্ষেত্রে নূতন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদন আহ্বানের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) বিধিমালার এই সংশোধনী কার্যকর হইবার তারিখে কোনো নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধীন সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রমে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়া থাকিলে এবং তৎপরবর্তী কোনো ধাপ অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্ত পদের নিয়োগ ও বাছাই কার্যক্রম এমনভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে যেনো বিধিমালার এই সংশোধনী জারি হয় নাই।";

(৫) তফসিল এর—

(ক) ‘তফসিল’ শব্দের পূর্বে ‘প্রথম’ শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) ছকের ১নং ক্রমিকের বিপরীতে ৪নং কলামে ‘ক’ অংশের ১ নং ক্রমিকের ‘৮০%’ সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে ‘৩০%’ সংখ্যা ও চিহ্ন এবং ২নং ক্রমিকে ‘২০%’ সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে ‘৭০%’ সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) ‘খ’ অংশের ১-৭, ৯, ১১-১৫, ১৭-১৮ ও ২০-২৪ নং ক্রমিকের বিপরীতে ৩নং কলামে উল্লিখিত ‘১৮-৩০ বৎসর’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বয়স’ শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) ‘গ’ অংশের ১-৮, ১০, ১২-১৪, ১৭-১৮ ও ২০-২৭ নং ক্রমিকের বিপরীতে ৩নং কলামে উল্লিখিত ‘১৮-৩০ বৎসর’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বয়স’ শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঙ) পর নিম্নরূপ নূতন ‘দ্বিতীয় তফসিল’ ও ‘তৃতীয় তফসিল’ সংযোজিত হইবে, যথা:—

“দ্বিতীয় তফসিল

‘ক’ অংশ

[বিধি ৪(১)এর শর্তাংশের দফা (অ) দ্রষ্টব্য]

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (এমসিকিউ) পরীক্ষা

ক্রমিক	পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর	পূর্ণ নম্বর	ন্যূনতম পাস নম্বর	পরীক্ষার সময়
১.	বাংলা-২০	১০০	বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে	১ ঘণ্টা
২.	ইংরেজি-২০			
৩.	গণিত-১০			
৪.	সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ)-২৫			
৫.	সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)-২৫			

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা

<table>
<tr><th>পরীক্ষার নাম</th><th>পরীক্ষার বিষয়</th><th>নম্বর</th><th>ন্যূনতম পাস নম্বর</th><th>সময়</th></tr>
<tr><td rowspan="5">লিখিত পরীক্ষা</td><td>১। বাংলা</td><td>২৫</td><td rowspan="5">৫০%</td><td rowspan="5">৯০ মিনিট</td></tr>
<tr><td>২। ইংরেজি</td><td>২৫</td></tr>
<tr><td>৩। গণিত</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>৪। সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক)</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>৯০</td></tr>
<tr><td>মৌখিক পরীক্ষা</td><td></td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>সর্বমোট =</td><td>১০০</td><td></td><td></td></tr>
</table>

ব্যবহারিক পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ক্রমিক	পরীক্ষার বিষয়	পূর্ণ নম্বর	ন্যূনতম পাস নম্বর	পরীক্ষার সময়
১.	সাঁটলিপিতে বাংলা শ্রুতিলিখন	১০০	৫০%	বাছাইকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে
২.	সাঁটলিপিতে ইংরেজি শ্রুতিলিখন	১০০		
৩.	ইংরেজিতে টাইপকরণ	৫০		
৪.	বাংলায় টাইপকরণ	৫০		
৫.	ড্রাইভিং	১০০		

‘খ’ অংশ

[বিধি ৪(১)(অ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক	পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার বিষয়	প্রতি মিনিটে প্রয়োজনীয় শব্দ
১.	সরাসরি নিয়োগ	সাঁটলিপিতে বাংলা শ্রুতিলিখন	৫০
২.		সাঁটলিপিতে ইংরেজি শ্রুতিলিখন	৮০
৩.		ইংরেজিতে টাইপকরণ	৩০
৪.		বাংলায় টাইপকরণ	২৫
৫.	পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড	সাঁটলিপিতে বাংলা শ্রুতিলিখন	৬০
৬.		সাঁটলিপিতে ইংরেজি শ্রুতিলিখন	৮০
৭.		ইংরেজিতে টাইপকরণ	৩০
৮.		বাংলায় টাইপকরণ	৩৫

”;

“তৃতীয় তফসিল

[বিধি ৪(১গ) দ্রষ্টব্য]

সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের তালিকা

প্রেরক,

জেলা জজ/মহানগর দায়রা জজ

....

প্রাপক,

সচিব

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

বিষয় : চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের তালিকা।

ক্রমিক	**পদের নাম**	**মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা**	**সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের সংখ্যা**	**রাজস্বভুক্ত পদ কি না**	**মন্তব্য**
১।					
২।					

জেলা জজ/মহানগর দায়রা জজ

................”।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লিয়াকত আলী মোল্লা

সচিব (চলতি দায়িত্ব)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd